তারিখ 10 APR 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

সংবাদ

খোকসা কমিউনিটি গ্রন্থাগারে পাঠাভ্যাস বেড়েছে ৬ গ্রামের শিক্ষার্থীদের

সুমর কুমার মন্ডল, খোকসা (কুষ্টিয়া)

রাতের পাঠাগার! খোকসার কমিউনিটি লাইব্রেরি নামের এই পাঠাগারটি রাতেই খোলা হয়, তাও আবার প্রতিদিন দুই ঘণ্টা। এই পাঠাগার ৬টি গ্রামের শিক্ষার্থীদের পাঠ অভ্যাস বাড়িয়েছে বলে দাবি করেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পরিচালক। স্কুল কলেজ গামী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ অভ্যাস গড়ে তোলার তাগিদ (তাগাদা) থেকে খোকসার পাইকপাড়া গ্রামের জসিম উদ্দিন প্রায় দেড় বছর আগে ব্যক্তি উদ্যোগে কমিউনিটি লাইব্রেরি নামের পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন। উপজেলা সদর থেকে ৪ কিলোমিটার দূরের কুষ্টিয়া-রাজবাড়ি সড়কের বিলজানি বাজারের পাশে একটি ভাড়া ঘরে লাইব্রেরির কার্যক্রম চলে।

বর্তমানে পাঠক সদস্য সংখ্যা ৮৩ জন। শিশুতোষ বইসহ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রদের পাঠ্য তালিকার প্রায় ১৫০টি বই রয়েছে। লাইব্রেরিটি চলে পুরোটাই স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে। ঘর ভাড়া বিদ্যুত বিলসহ প্রতিমাসে প্রায় ১ হাজার টাকা ব্যয় করেন প্রধান পরিচালক জসিম উদ্দিন। ব্যক্তি জীবনে তিনি তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। পিতা মতলেব শেখ ওরফে জমিদার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় শিশুবেলায় কাঠ মিস্ত্রীর কাজে যোগদেন জসিম উদ্দিন। তিনি এখন এক সন্তানের পিতা। নিজে লেখা পড়া করতে পারেননি, তাই নিজের গ্রাম পাইকপাড়া-মির্জাপুরসহ বিলজানি, শিমুলিয়া, মানিকাট, সিংঘড়িয়া ও বি-মির্জাপুর গ্রামের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ অভ্যাস সৃষ্টির তাগিদে তিনি এই কমিউনিটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। গত বুধবার তখন সন্ধ্যা সাতটা পার হয়ে গেছে। পাকা রাস্তার পাশের একটি ঘরে বই রাখা র‍্যাকের (তাকের) দিকে বেশ কয়েকজন শিশু ভিড় করে আছে। সেদিকে এগিয়ে যেতেই বছর ত্রিরিশ বয়সের এক যুবক নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন, এটি রাত্রিকালীন লাইব্রেরি। বই নিতে আসা হাস্য উজ্জ্বল শিশু ইতি, রাজিয়া সুলতানা, সুরুজ, হুমাইরাদের সাথে কথা বলে জানা গেলে, তারা প্রায় বছর খানেক ধরে এখান থেকে বই নিয়ে পড়ছে। প্রতি সপ্তাহে কম করে হলেও প্রত্যেকে এক খানা করে বই পড়ে। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী রাজিয়া সুলতানা জানায়, এখান থেকে বই নিয়ে তার বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সে স্কুলেও বেশি বই পড়ার জন্য এ বছর পুরস্কার পেয়েছে। উপজেলা সদরের পাবলিক লাইব্রেরিটি বন্ধ হওয়ার পর নিজের গ্রামের শিক্ষার্থীদের পাঠ অভ্যাস সৃষ্টির লক্ষ্যে কাঠমিস্ত্রী জসিম উদ্দিন বক্তিগত উদ্যোগে কমিউনিটি লাইব্রেরি নামের এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। কয়েকজন পাঠক নিয়ে লইব্রেরীটির যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে পাঠক সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ অভ্যাস বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি এখন পাঠকদের চাহিদা মতো বই দিতে পারছেন না বলেও জানান। শিশুতোষ বইসহ বাংলা সাহিত্যের কিছু জরুরি বই খরিদের জন্য এলাকার সুধীজনদের সহায়তা চেয়েছেন। ইতোমধ্যে অনেকেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।